আলমডাঙ্গায় খোরদেতে ধাতব মূর্তি উদ্ধার

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের খোরদ গ্রামে অভিযান চালিয়ে পিতলের কলসিতে রাখা স্বর্ণের সাদৃশ্য পাঁচটি (৫টি) ধাতব মূর্তি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

গতকাল সোমবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি টহল দল খোরদ গ্রামের আবুল মোজামের বাড়ীতে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় বাড়ির আঙিনায় মাটিতে পুঁতে রাখা অবস্থায় পিতলের তৈরি একটি কলসির ভেতরে লুকানো স্বর্ণের মতো দেখতে পাঁচটি ধাতব মূর্তি উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, বাড়ীর মালিক আবুল মোজাম নতুন বাড়ী নির্মাণের জন্য শ্রমিকদের দিয়ে মাটি খননের কাজ করাচ্ছিলেন। এ সময় শ্রমিকরা মাটির নিচে পুঁতে রাখা ওই কলসির অস্তিত্ব টের পান। পরে বিষয়টি স্থানীয়দের মাধ্যমে প্রশাসনকে জানানো হলে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের সহায়তায় চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি ঘটনাস্থলে অভিযান চালায়।

প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকৃত মূর্তিগুলো স্বর্ণের তৈরি পুরাকীর্তি বলে ধারণা করা হলেও পরবর্তীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায় যে মূর্তিগুলো স্বর্ণের নয়।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসান নিশ্চিত করেন, উদ্ধার হওয়া পাঁচটি ধাতব মূর্তির মধ্যে আনুমানিক ৫৩ থেকে ৬০ শতাংশ তামার অস্তিত্ব রয়েছে।

তিনি আরও জানান, উদ্ধারকৃত মূর্তিগুলো বর্তমানে বিজিবির হেফাজতে রয়েছে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। বিষয়টি তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করা হয়েছে।

ঘটনার পর খোরদ গ্রামসহ আশপাশের এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ধারকৃত মূর্তিসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য চুয়াডাঙ্গায় এক প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে জানানো হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এলাকাবাসী অনেকেই জানিয়েছেন এমন চকচকে উজ্জ্বল মূর্তি পিতলের হতে

পারে না। অতীতকালে মানুষ স্বর্ণের জিনিস, টাকা মাটিতে পুঁতে রাখতো। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হওয়া উচিত।

আলমডাঙ্গায় বিলুপ্তপ্রায় মেছোবিড়াল উদ্ধার, বনবিভাগে হস্তান্তর

আলমডাঙ্গায় একটি বিলুপ্তপ্রায় মেছোবিড়াল উদ্ধার করে বনবিভাগের জিম্মায় হস্তান্তর করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ যুব সংস্থার ছয় সদস্যের সক্রিয় উপস্থিতিতে উদ্ধারকৃত মেছোবিড়ালটি মনোহরদিয়া থানাফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই আশরাফ আলীর মাধ্যমে কুষ্টিয়া রেঞ্জের বনবিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ সময় সংশ্লিষ্টরা জানান, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা শুধু দায়িত্ব নয়, এটি সবার নৈতিক কর্তব্য। প্রকৃতি ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণে দল, মত, ধর্ম ও বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা।

তারা আরও বলেন, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করা সম্ভব। তাই সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার বিকল্প নেই।

মেছোবিড়ালটি বনবিভাগের কর্মকর্তাদের নিকট হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ যুব সংস্থার সভাপতি সাঈদ এম হিরণ, সাধারণ সম্পাদক শাকিল আহমেদ, সহ-সম্পাদক মাহমুদুল হাসান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক আরাফাত প্রমুখ।

ঝিনাইদহে জুলাই আন্দোলনে থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

পুলিশের কাছ থেকে লুট হওয়া অস্ত্র ঝিনাইদহ থেকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় রুবেল হোসেন নামে একজন কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযানে ২৪শের জুলাই আন্দোলনের সময় থানা থেকে লুট হওয়া একটি মাল্টি ইমপ্যাক্ট সাউন্ড গ্রেনেড, একটি ককটেল ও একটি র্যান্ডম মুভ টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়।

নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলার সদর উপজেলায় দুষ্কৃতকারীদের নাশকতা সৃষ্টির আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ টিম এ অভিযান পরিচালনা করে।

সদর উপজেলার উদয়পুর এলাকায় ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি চৌকশ টহল দল এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে একাধিক মামলার আসামি রুবেল হোসেনের বসতবাড়ি থেকে উল্লিখিত বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, উদ্ধারকৃত টিয়ারগ্যাস গ্রেনেডটি বাংলাদেশ পুলিশের ব্যবহৃত সরঞ্জামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধারণা করা হচ্ছে, এগুলো গত বছরের জুলাই মাসে সংঘটিত আন্দোলনকালীন সহিংসতার সময় বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র-সরঞ্জামের অংশ।

অভিযান শেষে জব্দকৃত সব আলামত পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সামসুল আরেফিন বলেন, এ ঘটনায় যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হরে।

কোটচাঁদপুরে পুলিশের অভিযানে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

কোটচাঁদপুরে পুলিশের অভিযানে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে কোটচাঁদপুর-সাফদারপুর সড়কের কুশকুড়ি মাঠ এলাকা থেকে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

জানা যায়, শুক্রবার রাতে কোটচাঁদপুর মডেল থানার পুলিশের একটি টহল দল এলাকায় দায়িত্ব পালন করছিল। এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দেশীয় অস্ত্রের বিষয়ে তথ্য পায় পুলিশ।

এরপর কোটচাঁদপুর মডেল থানার এসআই (নি.) অপু বিশ্বাস সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যদের নিয়ে ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে দেশীয় তৈরি ৫টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে চা-পাতি, ছুরি ও হাসুয়া।

এর আগে গত ১৫ জানুয়ারি রাতে কোটচাঁদপুর উপজেলার সলেমানপুর গ্রামের মতিয়ার সর্দারের বাগান এলাকা থেকে র্যাব পরিত্যক্ত ও মালিকবিহীন দুটি ইয়ারগান উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান বলেন, পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া কোনো মালামালের ক্ষেত্রে মামলা হয় না, জিডি করা হয়। শুক্রবার রাতে উদ্ধার হওয়া দেশীয় অস্ত্রগুলো থানায় এনে একটি জিডিমূলে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, অস্ত্রগুলোর বিস্তারিত তথ্য এখনও জানা যায়নি। তবে নাশকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কেউ এগুলো জড়ো করে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়েছে।

দর্শনার ঈশ্বরচন্দ্রপুর মাঠ থেকে ৬৩৬ পিচ ভায়াগ্রা ট্যাবলেট উদ্ধার

দর্শনার ঈশ্বরচন্দ্রপুর মাঠ থেকে ৫৮ বিজিবি মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৬৩৬ পিচ ভায়াগ্রা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে ৫৮ বিজিবি এর অধীনস্থ নিমতলা বিওপি’র হাবিলদার আব্দুল জলিল মোল্লার নেতৃত্বে,দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৭৫/৩-এস হতে আনুমানিক ২শ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মাঠের সাগর মিয়ার কলাবাগানের ভিতরে অভিযান চালায়।

এসময় বিজিবি’র উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েকজন চোরাচালানী দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে বিজিবি আসামীবিহীন অবস্থায় ৬৩৬ পিচ ভায়াগ্রা ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

কোটচাঁদপুরে র্যাবের অভিযানে পরিত্যক্ত ইয়ারগান উদ্ধার

কোটচাঁদপুরের একটি বাগান থেকে ২ টি পরিত্যক্ত ইয়ারগান উদ্ধার করেছেন ঝিনাইদহের র্যাব-৬। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১ টার দিকে সলেমানপুর গ্রামের মতিয়ার সর্দারের বাগান থেকে উদ্ধার করা হয় গান দুইটি। পরে তা কোটচাঁদপুর থানার হেফাজতে রেখে যান বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদে ঝিনাইদহের র্যাব-৬ জানতে পারেন পরিত্যক্ত ইয়ারগান দুইটির কথা। এরপর বৃহস্পতিবার রাত ১ টার দিকে ঝিনাইদহের র্যাব-৬ ও কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালান কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর গ্রামের মতিয়ার সর্দারের

বাগানে।

এসময় ওখান থেকে উদ্ধার করেন, পরিত্যক্ত মালিক বিহীন দুইটি ইয়ারগান। এ অভিযান পরিচালনা করেন, ঝিনাইদহের র্যাব-৬ ক্যাম্প কমান্ডার মেহেদী হাসান সিদ্দিক। এ সময় কোটচাঁদপুর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক এস আই অপু বিশ্বাস ও পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে তা কোটচাঁদপুর থানার হেফাজতে রেখে যান তারা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান বলেন, পরিত্যক্ত উদ্ধার হওয়া কোনো মালামালের মামলা হয় না। জিডি হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উদ্ধার হওয়া মালামাল নিয়ে থানায় একটি জিডি হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে পরিত্যক্ত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সলেমানপুর এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে র্যাব-০৬।

বৃহস্পতিবার ভোররাতে কোটচাঁদপুর-চৌগাছা সড়কের সলেমানপুর এলাকার একটি বাগান থেকে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

র্যাব-৬, সিপিসি-২ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মেজর মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী জানান, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে র্যাব।

এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পরিত্যাক্ত অবস্থায়.২২ ক্যালিবারের একটি একনলা বন্দুক ও একটি এয়ারগান উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত অস্ত্র কোটচাঁদপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য মঞ্জুর লাশ উদ্ধার

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের রামদিয়া -কায়েতপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে কায়েতপাড়া মাঠে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে চরম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরবেলায় মাঠে কাজ করতে যাওয়ার সময় কয়েকজন কৃষক প্রথম মরদেহটি দেখতে পান। বিষয়টি মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলে উৎসুক জনতার ভিড় জমে। পরে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ জানিয়েছেন বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা গেছে তার নাম মঞ্জু, বাড়ী তিওরবিলা গ্রামে। এলাকা বাসি সুত্রে জানাগেছে, সে পুর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির একসময়ের সক্রিয় সদস্য ছিল। অনেকের ধারণা মঞ্জু এখনও আন্ডার ওয়ার্ডের সদস্য হিসেবে ও ভারতে পলাতক পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বিশ্বজিৎ এর এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিলেন। তার বয়স আনুমানিক ৪০ বছর বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মরদেহে আঘাতের কোনো সুস্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া গেছে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানায়নি পুলিশ।

মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

হঠাৎ মাঠে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন গুঞ্জনও শুরু হয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনার রহস্য উদঘাটন ও মরদেহের পরিচয় শনাক্তের দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, “মরাদেহের পরিচয় ও মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত চলছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।” ঘটনার বিস্তারিত তথ্য উদঘাটনে পুলিশ তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

মুজিবনগরে অপহরণের ৮ ঘণ্টা পর কলেজছাত্র উদ্ধার, পুলিশকে লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর এলাকা থেকে অপহরণের ৮ ঘণ্টা পর মাহিদ হোসেন নামের এক কলেজ ছাত্রকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এ সময় অভিযানে বাধা দিতে পুলিশকে লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ করে অপহরণকারীরা। তবে তারা পালিয়ে যায়।

অপহৃত মাহিদ হোসেন মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের বাবুপুর গ্রামের চাকরিজীবী আমির উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, অপহরণের পর মাহিদের পরিবারের কাছে ৩০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খানের নেতৃত্বে মুজিবনগর থানা ও জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)সহ পুলিশের একাধিক দল তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালায়। রাত ২টার দিকে টেংরামারী গ্রামের একটি মাঠ থেকে চোখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় মাহিদকে উদ্ধার করা হয়।

এ সময় অপহরণকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে দুটি শক্তিশালী ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। পুলিশকে দেখে তারা মাহিদকে ফেলে পালিয়ে যায়।

পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় বলেন, অপহরণের খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশের একাধিক টিম মাঠে নামে। অপহৃতের মামার মুঠোফোনে মুক্তিপণ নিয়ে কথোপকথনের সূত্র ধরে অপহরণকারীদের অবস্থান শনাক্ত করা হয়। অপহৃতকে উদ্ধারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অভিযান চালানো

হয়েছে। অপহরণকারীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাতে মাহিদ হোসেন তার দুই বন্ধু রিয়াদ ও জুনায়েদকে নিয়ে মুজিবনগর বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে কোমরপুর এলাকার একটি ইটভাটার কাছে পৌঁছালে অজ্ঞাত কয়েকজন তাদের তিনজনকেই অপহরণ করে। পরে রিয়াদ ও জুনায়েদকে ছেড়ে দেওয়া হলেও মাহিদকে আটকে রেখে তার পরিবারের কাছে ৩০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়।

সিরাজগঞ্জে গণঅধিকার পরিষদ নেতার মরদেহ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানাধীন যমুনা নদীর বালুবাহী ড্রেজার থেকে গণঅধিকার পরিষদের এক নেতার মরদেহ উদ্ধার করেছে চৌহালী নৌ থানা পুলিশ।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে জালালপুর ইউনিয়নের পাড়ামোহনপুর এলাকায় যমুনা নদীতে চলমান একটি ড্রেজার থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত হাফিজুল ইসলাম হাফিজ (৩১) এনায়েতপুর থানা গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এবং বাঐখোলা গ্রামের কমল মুন্সীর ছেলে।

জানা গেছে, নিহত হাফিজসহ কয়েকজন মিলে জালালপুর, আড়কান্দি ও পাড়ামোহনপুর এলাকায় বালুর ব্যবসা করতেন। গত রোববার (২১ ডিসেম্বর) রাতে একটি ড্রেজারের বাল্কহেডে সহযোগীদের সঙ্গে খাবার খেয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে সহকর্মীরা তাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে এনায়েতপুর থানা পুলিশ ও চৌহালী নৌ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

চৌহালী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ফিরোজ উদ্দিন ঢাকা পোস্টকে বলেন, নিহতের শরীরে কোনো ধরনের আঘাতের চিহ্ন নেই এবং প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে হয়েছে। নিহত

[illegible]